মার্চের পর মার্চ

মার্চের পর মার্চ

আতাউর রহমান কানন

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : বাইজিদ আহমেদ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Marcher Par March by **Ataur Rahman Kanon**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970

e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 500.00
US $ 50

ISBN 978 984 95130 0 1

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

সহধর্মিণী— সেহেলী আহমেদ রত্না

লেখকের বইসমূহ :

কাব্য :

কবিতার ধ্রুবতারা
বরফ জমেছে মনে
সাংকেতিক ভালোবাসায় ডায়না
এই প্রেম এই আমি
নানা বর্ণের ফুল
ছন্দে ছন্দে মন

উপন্যাস :

কপাল
অবেলা বসন্ত
ঢেউ ভাঙা প্রেম
শেষের প্রেম
মেঘের কোলে রোদ
রিমি ফিরে এসেছে
বসন্তে ভ্যালেন্টাইন
মার্চের পর মার্চ

ভ্রমণকাহিনি :

ভ্রমণ দেশে-বিদেশে
ভ্রমণকথা
ভ্রমণবিলাস
ভ্রমণ পূর্ব-পশ্চিম

গল্প :

কিছু স্মৃতি কিছু কথা এবং আমার দেশ
শাপলা পরীর দেশে

নাট্যসমগ্র :

রোগ পাঁচালী

স্মৃতিকথা :

পূর্বকথা

মার্চ ১৯৭১ এবং মার্চ ২০২০। দীর্ঘ ৪৯ বছরের ব্যবধান। মাঝখানে ৪৮টি মার্চ অতিবাহিত হয়েছে স্বাধীনতার নানা আমেজে ও উৎসবে। কোনো একজন মানুষের জীবনে বিশেষভাবে শুধু ওই দুটি মার্চের দিনগুলোতে নিজের সম্পৃক্ততা, দিনাতিপাত আর অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। বলা যায় তার একজীবনের ওই দুটি মার্চের দিনাতিপাতের একটি তুলনামূলক চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

মার্চ ১৯৭১ যেমন ছিল এ দেশে ঘটনাবহুল সংগ্রাম-আন্দোলন, কালরাত্রির নৃশংসতা, স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা— আবার তেমনি মার্চ ২০২০ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী, মুজিববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস ও অনাকাঙ্ক্ষিত ভীতিকর মহামারি করোনাযুদ্ধের সূচনাকাল।

উপন্যাসে চরিত্রবিন্যাস অপরিহার্য। কেউ একজন মুখ্য চরিত্রে আবার কেউ গৌণে। কল্পনা আর বাস্ড়ব অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে এ উপন্যাসের গল্পের আকাশে প্রতিনিয়তই খ- খ- মেঘের মতো ইতিহাস এসে ঢুকেছে। এসবের মধ্যে বিশ্বখ্যাত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, জন্মদিনে বাবাকে নিয়ে লেখা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানার 'বাবা' কবিতা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বাবাকে নিয়ে লেখা বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'চিঠি' অন্যতম। ইতিহাসের ওই অংশসমূহ যেসব উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে আমি নিঃসন্দেহে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

মুখ্য চরিত্রের একজীবনের ওই মার্চ দুটির দিনগুলোর ঘটনা, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, আর বাস্ড়বতা উপন্যাসের পাতায় পাতায় লেখক হিসেবে আমি আমার নিজস্ব কল্পনায় সাজিয়েছি। করোনাকালের লকডাউনের অবসর সময় আমাকে এই উপন্যাস লেখার কল্পনার ভুবনে দৌড়াদৌড়ি করতে বেশ সহায়তা করেছে। কল্পনার কোনো ভুল থাকলে সেটার জন্য লেখকের কল্পনার স্বাধীনতাই দায়ী। আর

ইতিহাস অংশের জন্য উৎস। তবে ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা পরিমার্জন করা যেতেই পারে।

আতাউর রহমান কানন

আজ ২০২০ সালের মার্চের প্রথম দিন। সকালটা অন্যান্য বছরের মতো ছিল না। আজ আকাশটা ছিল বেশ পরিষ্কার। সূর্যোদয়টাও বেশ দৃষ্টিনন্দন। দেখতে একেবারে দেশি মুরগির ডিমের কুসুমের মতো টকটকে লাল। তবে এই সকালেও আজ বেশ গরম পড়েছে।

রায়হান চৌধুরির দীর্ঘদিনের অভ্যেস সকালে হাঁটতে বের হওয়া। আজও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এই একটু আগেই তার দৈনন্দিন হাঁটা শেষ করে ফিরেছেন। তিনি শীতকালের মতো ট্রাকসুট পরে হাঁটতে যাওয়ায় ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছেন। বাসার গেটে পৌঁছেই ডাকতে থাকেন— কাদের, অ্যাই কাদের, গেট খোল। কাদেরের গেট খুলতে দেরি দেখে তিনি আবার গলা ছেড়ে ডাকলেন, কাদের, অ্যাই কাদের, কই গেলি? ব্যাটা গেট খোল। কাদের তার সাহেবের গলা শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে গেট খুলে দিলে, তাকে ধমক লাগিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। গেট আর বাসভবনের মাঝে বাগান। তিনি কোথাও না দাঁড়িয়ে সোজা বাসভবনের ভেতরে গিয়ে হাঁটার পোশাক ছেড়ে ফ্রেশ হলেন। এরপর হালকা পোশাক পরে বাসা থেকে বেরিয়ে এসে বাগানে পায়চারি করতে থাকলেন।

বাগানে এখনো হরেকরকম শীতের ফুল ফুটে আছে। মার্চের পর এ ফুল আর তেমন একটা থাকবে না। শীতকালে অনেকগুলো বিশেষ স্মরণীয় দিন আছে। ওইসব দিনে পাড়ামহল-ার ছেলেপিলে ফুল নিতে এলে তিনি কখনো নিষেধ করেন না। তবে আজকাল আর আগের মতো কেউ ফুল নিতে আসে না। না-আসার কারণ— এখন হাত বাড়ালেই ফুলের দোকান। কষ্ট করে ফুল তুলে সুঁই সুতা গেঁথে মালা বানানোর চেয়ে অল্প দামেই পছন্দসই বাহারি ফুলের মালা বা তোড়া কেনা যায়।

দেখতে দেখতে অনেক বছর কেটে গেছে। সময়ের সাথে সাথে রায়হান চৌধুরিও সত্তর পেরিয়ে গেছেন। ছেলেমেয়ে যার যার সংসার নিয়ে আমেরিকায় সেটেল্‌ড্‌ হয়েছে। মন চাইলে কালেভদ্রে দেশে আসে। বছর পাঁচেক আগে জটিল রোগে ভুগে স্ত্রীও তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। অনেক শখ করে তিনি ঢাকায় এই বাড়িটি করেছিলেন। আশা ছিল সবাই তার কাছে থাকবে। সারাবাড়ি গমগম করবে। তা আর হলো না। মানুষ আশা করে এক আর হয় আর এক। এখন বাড়িটা খাঁখাঁ করে।

বাড়িতে একজন মালী কাম দারোয়ান আরেকজন বাবুর্চি কাম সার্ভেন্ট নিয়ে তিনি একাই বসবাস করছেন। ওরা দুজন বেশ অনেকবছর ধরেই আছে। দুজনই বেশ বিশ্বস্ত। বাবুর্চি কাম সার্ভেন্ট ভেতরবাড়ির সব কাজই করে। ছোটোবেলা থেকেই এবাড়িতে থাকে। ওর নাম জগলু মিয়া। দেশের বাড়ি টাঙ্গাইল। জগলু মিয়ার বাবা-মা নাই। ওকে রায়হান চৌধুরি বিয়ে করিয়ে টাকাপয়সা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বউ আরেকজনের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ায় জগলু মিয়া আবার রায়হান চৌধুরির কাছে ফিরে আসে। সে পণ করেছে জীবনে আর বিয়ে করবে না। যতদিন বেঁচে থাকবে রায়হান চৌধুরির খেদমত করবে।

রায়হান চৌধুরি কয়েকটি গোলাপ ছিঁড়ে হাতে নিলেন। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন। ফুলের গন্ধ তার ভাবনার রাজ্যে আরেক স্বর্গোদ্যান তৈরি করে। তার হৃদয় কেমন যেন ছন্দময় হয়ে ওঠে। স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তার প্রেয়সী নাজনীন আকতার। যাকে তিনি ভালোবেসে একাত্তরের মার্চের দুই তারিখে প্রথম গোলাপ উপহার দিয়েছিলেন। ওইদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে ওড়ানো হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম পতাকা। পতাকা ওড়ানোর আনন্দকে আরও স্মৃতিময় করে রাখার জন্যই সহপাঠী নাজনীনকে যে উপহার তিনি দিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয়নি। ওই পতাকাও বাংলাদেশের হয়েছে আর নাজনীনও তার ঘরে এসেছে। স্বাধীন দেশে জেলমুক্ত হয়ে রায়হান চৌধুরি নাজনীনকে ঠিকই নিজের করে পেয়েছিলেন।

বাসররাতে নাজনীন আকতার নিজেই প্রথম তার স্বামীকে

বলেছিলেন, তোমাকে ফিরে পাব এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

রায়হান চৌধুরি বলেছিলেন, আমার দেওয়া গোলাপের জোরেই হয়তো পেয়েছ।

—তা ঠিকই বলেছ। গোলাপের গন্ধ হারিয়ে গেলেও কাঁটা তো আর ভোলা যায় না।

—কাঁটার খোঁচাই হয়তো আমাকে স্মরণে রেখেছে।

মার্চ মাস রায়হান চৌধুরির জীবনের স্মরণীয় বরণীয় মাস। এ মাস এলেই তার উত্তেজনা বেড়ে যায়। তার ধারণা যদি ক্যালেন্ডারে মার্চ মাস না থাকত, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যরকম হতো। এ মাসের বেশ কয়েকটি তারিখ তার হৃদয়ে বিশেষভাবে গেঁথে রেখেছেন। তারপরও প্রতিবছর ক্যালেন্ডারের পাতায় লাল মার্কার দিয়ে তারিখগুলোতে বৃত্ত আঁকেন। তারিখগুলো হলো— দোসরা মার্চ, ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ২৫শে মার্চ, ২৬শে মার্চ ও ৩১শে মার্চ।

এবারের মার্চ শুর" হলো অন্যরকম জাঁকজমকপূর্ণ আবহ নিয়ে। কাউন্টডাউন চলছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের। ১৭ই মার্চ মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হবে জন্মশতবার্ষিকী। প্রস্তুতি চলছে কয়েকমাস যাবৎ। বিদেশি বিশিষ্ট মেহমানও আসবেন বেশ কয়েকজন। তাদের মধ্যে অন্যতম ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যানার পোস্টার নিয়ন-সাইনে রাজধানী ছেয়ে গেছে। এ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার লোগো 'মুজিব শতবর্ষ' প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

রায়হান চৌধুরি জাতির পিতার একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনিও এ দিবসটি অন্যরকম উৎসব হিসেবে পালন করবেন। তার মধ্যে সকালে বঙ্গবন্ধু বাসভবন ৩২ নম্বর যাবেন। নিজের বাসায় সংরক্ষিত জাতির পিতার বাঁধানো ছবিতে নিজ বাগানের লাল গোলাপ দিয়ে মালা বানিয়ে সেই ছবিতে পরাবেন। আর সুবিধামতো সরকারি অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করবেন। রাতে তার বন্ধুদের মধ্যে যাদের পাবেন— তাদের তার বাসায় ডিনারের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।

তিনি ঠিক করলেন ড্রাইভার জয়নালকে খবর দিয়ে রাখতে হবে।

নইলে ওকে আর পাওয়া যাবে না। ও দীর্ঘদিন এবাড়িতে চাকরি করে এখন পার্টটাইম হয়েছে নিজে থেকেই। যদিও রায়হান চৌধুরি তাকে বলেছিলেন, তুমি একুশ বছর ছিলে বাকি দিনও আমার এখানেই থাকো।

জয়নাল বলেছিল, স্যার, আমি আপনার ডাক পেলেই এসে ডিউটি করমু। আমার শুধুশুধু বসে থাকতে ভালো লাগে না। আমি রেন্ট-এ-কার দোকানে চাকরি নেব।

রায়হান চৌধুরি তাকে আর আটকিয়ে রাখেননি। তিনি এখন ঘরেই থাকেন। অবসরপ্রাপ্তদের এ বয়সে আর বাইরে যাওয়ার কিইবা থাকতে পারে। কাছের আত্মীয়স্বজনও তেমন একটা ঢাকায় থাকে না। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি প্রায় ঘরবন্দি হয়েই পড়েছেন।

জগলু মিয়ার 'স্যার' ডাকে তিনি ফিরে তাকালেন। জগলু মিয়া বলল, নাশতা রেডি।

রায়হান চৌধুরি জগলু মিয়াকে বললেন, জগলু, কালকে তুই আর কাদের দুজনে মিলে বাসাবাড়ি, বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার করবি। আর মালী কাদের মিয়ার উদ্দেশে বললেন, এ মাসে বাগানের ফুলের যত্ন ঠিকমতো নিবি। গোলাপফুলের গাছগুলোর বেশি যত্ন নিবি। ফুল কাউকে দিবি না। এ মাসের বিভিন্ন দিবসেই আমার ফুল লাগবে। আর তোরা দুজনেই শুনে রাখ আগামী ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতি এই মহান নেতাকে স্মরণ করবে। তোরা বুঝছিস কিছু?

কাদের মিয়া ও জগলু মিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। রায়হান চৌধুরি ধমক দিয়ে বললেন, কী, কথা বলিস না কেন? বুঝিস নাই? দুজনে প্রায় একসঙ্গেই বলল বুঝেছি।

—কী বুঝেছিস বল গাধারা? কাদের বল?

কাদের মিয়া বলল, স্যার মজিবের জন্মদিন হইব।

ঠিক করে বল গাধা?

মালী কাদের মিয়া আমতা-আমতা করতে লাগল। রায়হান চৌধুরি এবার জগলু মিয়ার দিকে তাকাতেই জগলু মিয়া বলল, স্যার, নাশতা ঠান্ডা হইয়া গেল। ভেতরে চলেন।

—আগে বল ১৭ই মার্চ কী?

—স্যার, হেই দিন বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। দেশে উৎসব হইব।

—গাধার গাধা সব। এতবছর এবাড়িতে থেকেও ঘরের কাজ আর বাগানের কাজ করা ছাড়া কিছুই শিখলি না। তোরা দুজন আমার কাছে আয়। সামনে দাঁড়া। কান ধরে সূর্যের দিকে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাক।

রায়হান চৌধুরি বাসার ভেতরে ঢুকে গেলেন। কাদের মিয়া জগলু মিয়াকে বলল, মার্চ মাস এলেই সাব প্রতিবছরই কেমন যেন হয়ে যায়— তাই না রে জগলু?

জগলু মিয়া বলল, কথা কইস না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। নইলে কিন্তু শাস্তির পরিমাণ আবার বাইড়া যাইব।

ঠিক দশ মিনিট পর ভেতর থেকে রায়হান চৌধুরি 'জগলু জগলু' বলে ডাকলেন। জগলু মিয়া দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। কাদের মিয়া এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাগানের কাজে লেগে গেল।

রায়হান চৌধুরির সকালের নাশতা খুবই সামান্য। পিরিচ সাইজের দুইটা লাল আটার রুটি, সবজি ভাজি ও ডিম পোচ। ডিম পোচ আবার সপ্তাহে মাত্র চারদিন।

নাজনীন আকতার বেঁচে থাকাকালে নাশতার এই ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করেছিলেন তার ডায়াবেটিস ধরার পর। সেই যে চলছে তো চলছে। জগলু মিয়া বেগম সাবের সেই ব্যবস্থাপত্রের বাইরে রায়হান চৌধুরিকে টেবিলে কোনো খাবারই দেয় না। জগলু মিয়াকে ধমকধামক দিয়েও খাবারের মেনু তিনি পরিবর্তন করাতে পারেননি। জগলু মিয়াকে বললেই সে বলে, স্যার, বেগম সাবের অর্ডারের বাইরে যাওয়ার আমার ক্ষমতা নাই।

রায়হান চৌধুরি বলেন, তোর বেগম সাব এখন আর কাছে নাই। মেনু পরিবর্তন কর।

—কী যে কন স্যার। বেগম সাব সব সময়ই আমারে চোখে চোখে রাখছেন।

—চোখে চোখে রাখছেন মানে? কী বলিস তুই?

—জে স্যার। আমি ঠিকই কইছি। এই ধরেন গিয়া— তিনি থাকতে যেভাবে যে সময়ে খাবার দিছি— ঠিক সেইভাবে সেই সময়ে

খাবার দেই কি না— সবকিছু তিনি আমারে মনে করাইয়া দেন। এইজন্যই তো আমার এসব ব্যাপারে ভুল হয় না। আল-াহ তারে বেহেশত নসিব করুন। —জগলু মিয়ার চোখে পানি নেমে এলো, গলা ভারি হয়ে গেল।

রায়হান চৌধুরির তখন স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়। তিনি ভাবেন— নাজু, তুমি আগে চলে গিয়ে আমাকে বড়োই অসহায় করে গেছ। ভূতের মতো একা একা বাড়িটিতে আমাকে থাকতে হচ্ছে। কোনোদিন একবারের জন্যও তো কেউ ভাবিনি আমাকে এভাবে একাকী কাটাতে হবে। একা না হলে কেউ মনে হয় বোঝে না একাকিত্ব কী? আমি আর কতকাল এভাবে কাটাব? আমরা কি এই ইহজগতের মতো পরজগতেও আবার এক হবো?

রায়হান চৌধুরি নাশতা সেরে উঠে যান। বেসিনে হাত ধুতে ধুতে জগলু মিয়াকে ডেকে বলেন, জগলু কাল সকালে জয়নালকে আসতে বলে দিস। আমি বাইরে যাব।

জগলু মিয়া বলল, শুধু কালকের জন্যই বলব?

—তুই কালকে তাকে আসতে বল। এরপর কবে কবে বের হবো আমি তাকে জানিয়ে দেবো।

—আইচ্ছা।

রায়হান চৌধুরি পেপার নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। ইত্তেফাক পত্রিকার আমলের পাঠক হিসেবে তিনি এখনো ইত্তেফাক রাখেন। আজ মার্চ মাসের প্রথম দিন। কিন্তু পত্রিকার লিড নিউজ 'ডাকসু ব্যর্থ'। কোথায় 'রক্তঝরা মার্চে'র সংবাদ দিয়ে শুরু করবে তা না। তিনি প্রথম পাতা তন্নতন্ন করে খুঁজেও রক্তঝরা মার্চের কোনো খবর পেলেন না। অথচ এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ স্বজন। বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের খবর ছেপে জেলও খেটেছেন। রায়হান চৌধুরি স্মরণ করলেন সেই একাত্তরের পহেলা মার্চের কথা। এই দিনে বাঙালি জাতি তাদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ও নেতৃত্বে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এমনি একটি ঐতিহাসিক দিনে পত্রিকাটির এইরূপ আচরণে তিনি বেশ অসন্তুষ্ট

হলেন। তিনি হাত থেকে পত্রিকাটি ছুড়ে ফেললেন। স্থির করলেন, এই পত্রিকা আর রাখবেন না। পরক্ষণেই আবার পত্রিকাটি হাতে নিয়ে পাতা উলটাতে থাকেন। তার বিশ্বাস লিড নিউজ না-হোক, প্রথম পাতার নিউজ না-হোক এই দিনটিকে তো আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কোথাও না কোথাও একটু হলেও খবর থাকবেই। তিনি চিলের চোখে খুঁজতে খুঁজতে শেষের পাতায় শেষ কলামে পেলেন 'রক্তঝরা মার্চ'-এর খবর। 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'— এই ভেবেই ওই সংবাদটুকুই খুবই সন্তুষ্টচিত্তে পড়লেন। তিনি চোখ বুজে ওই দিনে ফিরে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সেদিন সারাদিনই তার বলা যায় উত্তেজনায় কেটেছে। সকালের দিকে কিছু কিছু বিভাগে ক্লাস হচ্ছিল। তিনি ক্লাসে ঢুকেছিলেন। দুপুরের দিকে ক্যাম্পাসে খবর হয়, ইয়াহিয়া খান আগামী তেসরা মার্চ আহ্বানকৃত জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত করেছেন। সারা ক্যাম্পাসের ছাত্ররা মুহূর্তের মধ্যে বটতলায় জড়ো হয়ে যায়। জয় বাংলা সে-াগান চলতে থাকে। সে-াগান দিতে দিতে একটি মিছিল তৈরি হয়ে যায়। মিছিলে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'জয় বাংলা, জয় বাংলা', ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ওঠে। মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে মতিঝিলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। স্টেডিয়াম পার হতেই মিছিল আর এগোতে পারল না। শোনা গেল, হোটেল পূর্বাণীতে শেখ মুজিবুর রহমান অবস্থান করছেন। সেখানে প্রেস কনফারেন্স চলছে। সারা মতিঝিল, স্টেডিয়ামের আশপাশ, পল্টন ময়দান লোকে লোকারণ্য। কিছুক্ষণ পর শোনা গেল, শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল ঢাকা শহরে হরতাল, পরেরদিন সারাদেশে হরতাল এবং ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণজমায়েতের ঘোষণা দিয়েছেন। সে-াগানে সে-াগানে এলাকা মুখরিত। এর পরপরই মাইকে ঘোষণা হলো— ডাকসুর নেতারা এবং ছাত্রলীগ পল্টনে সভা করবে। উত্তেজিত জনগণ পল্টনে জমায়েত হলো। বিকাল তিনটার দিকে সভা হলো। সে-াগান চলতেই থাকে, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' 'ইয়াহিয়ার গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে'। 'ইয়াহিয়া-ভুট্টো ভাইভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই।'

মিটিংশেষে তিনি বিজয়নগরে চাচার বাসায় ফিরে গেলেন। এই বাসাতে থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করেন। সারারাত দিনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন। আগামী দিনগুলোতে কী হবে— তিনি তার কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না।

পরেরদিন দোসরা মার্চ। সকাল থেকেই হরতাল চলছে। নাশতা খাওয়ার পর তিনি হাঁটতে হাঁটতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন নাজনীন আকতার তার আগে এসেই উপস্থিত। তিনি নাজনীন আকতারকে বললেন, কী ব্যাপার, কাল দেখা নাই আজ আবার সকাল সকাল হাজির?

নাজনীন আকতার একগাল হেসে বললেন, কাল তো আমার ক্লাস ছিল না। তাই আসিনি।

—আজকে তো হরতাল। আজকে কেন?

—আজ যে শুনলাম বাংলাদেশের পতাকা তোলা হবে।

—বুঝলাম। ভালোই হলো। আজ আমাদের সাক্ষাৎটাও স্মরণীয় করে রাখব।

—তার মানে কী?

—মানে কিছুই না। দেশের অবস্থা কোনদিকে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তখন আমরাই বা কে কোথায় ছিটকে পড়ি, তাইতো জানি না। তাই।

—তাই কি?

—সময় হলে বুঝতে পারবে।

ডাকসু ও ছাত্রলীগের নেতারা এসে বটতলায় হাজির হয়েছেন। মাইকে ঘোষণা হলো এগারোটায় সভা শুর" হবে। সভা শুর" হলো। সংগ্রামী ছাত্রনেতারা কলাভবনের পশ্চিম গেটে বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করলেন। পতাকা উত্তোলনে নেতৃত্ব দিলেন সেদিনের ডাকসুর ভিপি আ. স. ম. আব্দুর রব। সঙ্গে নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন— ডাকসুর জিএস আব্দুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার আগেই এই

দুঃসাহসিক কাজটি করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রনেতৃবৃন্দ। সবুজ জমিনে লাল বৃত্তের মধ্যে সোনালি রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র শোভা পাচ্ছিল সেই পতাকায়। আজও চোখ বুজলে সেই পতাকার পতপত ওড়া দেখতে পান রায়হান চৌধুরি। বাংলার আকাশ-বাতাস সে□াগানে সে□াগানে মুখরিত। 'জয় বাংলা', 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। মার্চ এলেই সেদিনের মার্চ তার চোখে ভেসে ওঠে।

বিকেলের দিকে তিনি নাজনীন আকতারকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শাহবাগ চলে যান। ঢাকা ক্লাবের গেটের কাছে মালঞ্চ নামক একমাত্র একটি ফুলের দোকান ছিল। সেখানে গিয়ে একটি গোলাপের তোড়া কিনে নাজনীন আকতারকে উপহার দেন। নাজনীন আকতার বলেছিলেন, আজ ফুল উপহারের উপলক্ষ্য?

তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন দিবসটি স্মরণীয় করে রাখা।

—তা আমাকে কেন? উত্তোলনকারীকে দিলেই পারতে?

—তা হয়তো দেওয়া যেত। তবে আমার প্রথম প্রেমকে প্রথম পতাকা উত্তোলন স্মরণে উপহার দিয়ে বলতে পারো এক ঢিলে দুই পাখি মারলাম।

হাঁটতে হাঁটতে তারা আবার টিএসসির মোড়ে চলে এলেন। নাজনীন আকতার বললেন, এখন তো সবকিছুই প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্লাসও ঠিকমতো চলছে না। এ অবস্থায় হল-এ থেকেই আর কী করব।

রায়হান চৌধুরি বললেন, তাহলে কী করবে ভাবছ?

—ভাবছি বাড়ি চলে যাব। পরিস্থিতি বুঝে আবার আসব।

—তা মন্দ ভাবোনি। তবে ৭ই মার্চের পর যাও। ওইদিন শেখ মুজিব তো রেসকোর্স ময়দানে গণজমায়েতে ভাষণ দিবেন। তখন একটা দিকনির্দেশনা হয়তো পাওয়া যাবে।

—আচ্ছা, তাই হবে। আর...

—আর কী?

—তোমার সাথে আরও কয়টা দিন কাটানো যাবে।

—তা ঠিক বলেছ।

নাজনীন আকতার 'আজকের মতো আসি' বলে তার হল-এ ঢুকে গেলেন। রায়হান চৌধুরি রিকশা নিয়ে হাইকোর্ট-পল্টনের রাস্তা ধরে বিজয়নগর ফিরে এলেন। তার স্পষ্ট মনে পড়ল সেদিন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ছাত্রসমাজের সংগ্রামী চেতনাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এরই পটভূমিতে ছাত্রনেতারা পরেরদিন তেসরা মার্চ পল্টন ময়দানে জনসভা করে। সেখানে সেদিন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতাহার পাঠ করেন— যাতে থাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপরেখা এবং সাব্যস্ত হয় সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বপ্নে লালিত দেশের নাম হবে 'বাংলাদেশ'। আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হাজির হন। সেখানে 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সংগীতের তালে তালে সেদিনও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।